Rape Law Reform Coalition

ধর্ষণ আইন সংস্কার জোট

Equality Now
A just world for all women and girls

ধর্ষণের ভুক্তভোগীর ন্যায়বিচার: ১০ দফা দাবি

'ধর্ষণ আইন সংস্কার এখনই' সংক্রান্ত প্রচারণা শুরু হয়েছিল ২০১৮ সালে। এ প্রচারণার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল ধর্ষণ প্রতিরোধ, এবং এ অপরাধে ভুক্তভোগীর ন্যায়বিচার নিশ্চিতের লক্ষ্যে বিদ্যমান আইনি এবং প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর সীমাবদ্ধতা সমূহ চিহ্নিত করা এবং তা দূরীকরণের জন্যে সংস্কার সংক্রান্ত প্রস্তাবনাসমূহ প্রণয়ন করা। এ প্রচারণার অংশ হিসেবে ধর্ষণ প্রতিরোধে বিদ্যমান আইন সমূহ সংশোধনের ১০ দফা দাবি নিয়ে ধর্ষণ আইন সংস্কার জোট (Rape Law Reform Coalition) তৈরি হয়েছিল। দেশজুড়ে আশঙ্কাজনক হারে বৃদ্ধি পাওয়া যৌন ও লিঙ্গ ভিত্তিক সহিংসতা প্রতিরোধ এবং ধর্ষণে ভুক্তভোগীর সুরক্ষা নিশ্চিতকরণে এ জোটের পক্ষ থেকে সমসাময়িক এবং বর্তমান প্রেক্ষাপটকে বিবেচনায় নিয়ে পরিমার্জিত রূপে দাবি সমূহ নিম্নে তুলে ধরা হলো:

স্বল্প মেয়াদি দাবি

আইনগত সংস্কার

১. মানবাধিকার মানদন্ডের সাথে সামঞ্জস্য রেখে ধর্ষণ প্রতিরোধে বিদ্যমান আইন সমূহের সংস্কার:

ধর্ষণে ভুক্তভোগী ব্যক্তির (লিঙ্গ, যৌনতা, ধর্ম, বর্ণ, জাতি, জাতীয়তা, প্রতিবন্ধিতা ও বয়স নির্বিশেষে) সুরক্ষা ও ন্যায়বিচারে প্রবেশাধিকার নিশ্চিতে এবং নিরপেক্ষ বিচার প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সকলের অধিকার রক্ষায় ধর্ষণ প্রতিরোধে বিদ্যমান আইন সমূহ সংস্কার করা প্রয়োজন। এ সংস্কার বাংলাদেশের সংবিধানে স্বীকৃত মৌলিক অধিকার ও আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইন (সিডও, সিআরসি, আইসিসিপিআর ইত্যাদি) অনুযায়ী হতে হবে।

২. ধর্ষণের সংজ্ঞাকে বিস্তৃত করে তা বৈষম্যহীন করা:

ধর্ষণের অপরাধী ও ভুক্তভোগী ব্যক্তির লিঙ্গ এবং বৈবাহিক সম্পর্ক নির্বিশেষে সম্মতিহীন সব ধরণের পেনিট্রেশনকে অন্তর্ভুক্ত করে ধর্ষণের সংজ্ঞাকে বিস্তৃত ও বৈষম্যহীন করে পুনঃসংজ্ঞায়িত করতে হবে।

৩. ধর্ষণ প্রতিরোধে বিদ্যমান আইন সমূহে "পেনিট্রেশন" কে সংজ্ঞায়িত করা:

ধর্ষণের ভুক্তভোগী ব্যক্তির যোনি, মলদ্বার বা যৌনাঙ্গের ভেতরে বা বাইরে বা শরীরের অন্য যে কোন অংশে যৌনাঙ্গ বা অন্য কোনো বস্তুর প্রতিস্থাপনকে অন্তর্ভুক্ত করে ধর্ষণ প্রতিরোধে বিদ্যমান আইন সমূহে পেনিট্রেশন এর সংজ্ঞা অন্তর্ভুক্ত করা।

নারী ও শিশু নির্যাতন দমন (সংশোধন) আইন, ২০২৬ এর ২(ঞঞ) ধারায় "যৌনকর্ম" অর্থে কোন ব্যক্তি কর্তৃক যৌন কামনা চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে কোন নারী বা শিশুর যোনি বা পায়ুপথে পুরুষাঙ্গ, দেহের যে কোন অংশ বা অন্য যে কোন বস্তুর প্রবিষ্টকরণ অথবা মুখের অভ্যন্তরে পুরুষাঙ্গ প্রবিষ্টকরণ কে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। তবে, আইনের সংজ্ঞাটি শুধুমাত্র "নারী বা শিশু" ভুক্তভোগীদের অন্তর্ভুক্ত করে, যার ফলে অন্য লিঙ্গের ব্যক্তিরা এর আওতাধীন নয়।

৪. ধর্ষণে ভুক্তভোগী প্রতিবন্ধী ব্যক্তির ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা:

ধর্ষণের ভুক্তভোগী প্রতিবন্ধী ব্যক্তির ন্যায়বিচারে প্রবেশগম্যতা নিশ্চিত করতে হবে। বাক, শ্রবণ ও বুদ্ধিপ্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণ যেন প্রতিবন্ধিতার কারণে ধর্ষণের বিচারের ক্ষেত্রে কোন প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন না হন; তার জন্য ১৮৭২ সালের সাক্ষ্য আইনে প্রয়োজনীয় সংস্কার করতে হবে।

৫. ভুক্তভোগী ও সাক্ষী সুরক্ষা আইন প্রণয়ন:

খসড়া ভুক্তভোগী ও সাক্ষী সুরক্ষা বিল (২০০৬ সালে আইন কমিশন প্রথম খসড়া তৈরী করেছিল এবং পরবর্তীতে ২০১১ সালে এটি পর্যালোচনা করা হয়েছে) পুনর্বিবেচনা করে সময়োপযোগী একটি আইন প্রণয়ন করা প্রয়োজন। আইন প্রণয়নের মধ্য দিয়ে ভুক্তভোগী ও সাক্ষীগণ প্রাতিষ্ঠানিক সুরক্ষা, জরুরী আশ্রয়, জীবিকা নির্বাহে সহায়তা, মনো-সামাজিক সহায়তা এবং প্রয়োজন অনুসারে তাদের ব্যক্তিগত গোপনীয়তা রক্ষা করে এমন ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ভুক্তভোগী ও সাক্ষীর নিরাপত্তা যেন হুমকীর মুখে না পড়ে তা নিশ্চিত করতে, তাদের নিরাপত্তার জন্য সন্তোষজনক বিকল্প ব্যবস্থা না করা পর্যন্ত এ সুরক্ষা ব্যবস্থা কার্যকর রাখতে হবে।

নারী ও শিশু নির্যাতন দমন (সংশোধন) আইন, ২০২৬ এ সংবাদ মাধ্যমে ভুক্তভোগী নারী ও শিশুর পরিচয় প্রকাশের ব্যাপারে বাধা-নিষেধ [ধারা ১৪(১)]; দূরবর্তী সাক্ষীর সাক্ষ্যগ্রহণ প্রক্রিয়ায় তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার [ধারা ২৪(৪)]; নিরাপত্তামূলক হেফাজত (ধারা ৩১); তদন্তাধীন বা বিচারাধীন মামলার অভিযোগকারী, ভুক্তভোগী অথবা সাক্ষীকে নিরাপত্তা বা সুরক্ষা দেয়ার আদেশ [ধারা ৩২খ(১)] এবং সাক্ষীর যাতায়াত ও সময়ের ক্ষতিপূরণ [ধারা ৩২খ(২)] বিষয়ক ধারাসমূহ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। তবে, ভুক্তভোগী ও সাক্ষীর সুরক্ষা সংক্রান্ত এ বিধান সমূহ কেবলমাত্র এ নির্দিষ্ট অধ্যাদেশের অধীনে দায়েরকৃত মামলার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

Acid Survivors Foundation · actionaid · blast ব্লাস্ট · Bangladesh Mahila Parishad · BNWLA · brac · care · icddr,b · Justice for All Now · Manusher Jonno Foundation · নারীপক্ষ NARIPOKKHO · WE CAN Bangladesh · Women for Women International · YWCA

Rape Law Reform Coalition

ধর্ষণ আইন সংস্কার জোট

Equality Now
A just world for all women and girls

৬. উচ্চ আদালতের রায় এবং সংশোধিত আইনের সুষ্ঠু বাস্তবায়ন:

(ক) দুই আঙ্গুলি পরীক্ষা নিষিদ্ধকরণ (Two Finger Test): যৌন ও লিঙ্গ ভিত্তিক সহিংসতায় ভুক্তভোগী নারীর শারীরিক পরীক্ষায় দুই আঙ্গুলি পরীক্ষা নিষিদ্ধকরণ বিষয়ক হাইকোর্টের সুস্পষ্ট নির্দেশনা সম্বলিত রায়ের সুষ্ঠু বাস্তবায়ন নিশ্চিতের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রয়োজনীয় কর্মকৌশল গ্রহণ এবং একইসাথে স্বাস্থ্য সেবা, বিচার বিভাগ (বিচারক, প্রসিকিউটর, আইনজীবী) এবং বেসরকারি সংস্থাসহ সংশ্লিষ্ট সকল অংশীজনের মধ্যে সুষ্ঠু সমন্বয় সাধন নিশ্চিত করতে হবে।

(খ) ধর্ষণ মামলায় অভিযোগকারী বা ভুক্তভোগীর চারিত্রিক সাক্ষ্যের ব্যবহার সর্ম্পূণ নিষিদ্ধকরণ: ধর্ষণ মামলায় অভিযোগকারী বা ভুক্তভোগীর প্রতি অবমাননাকর/ সম্মানহানিকর যে কোন বক্তব্য আদালতে উপস্থাপনের ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে প্রধান বিচারপতির সুস্পষ্ট নির্দেশনা (Practice Direction) জারি করা আবশ্যক। এ ক্ষেত্রে চারিত্রিক সাক্ষ্য বিষয়ে সাক্ষ্য (সংশোধিত) আইন, ২০২২ এর ১৪৬ (৩) (Questions lawful in cross-examination) ও ১৫১ (Indecent and scandalous questions) ও ধারা সমূহের সুষ্ঠু প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে।

স্বল্প মেয়াদি দাবি

প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার

৭. বিচার ব্যবস্থার সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের জেন্ডার সংবেদনশীলতা বিষয়ক প্রশিক্ষণ:
বিচারক, আইনজীবী, পুলিশ, সংবাদিক এবং সমাজ কর্মীদের জন্য জেন্ডার সংবেদনশীলতা বিষয়ক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা, যেন ন্যায় বিচার প্রাপ্তির পথে প্রতিটি পর্যায়ে ধর্ষণের ভুক্তভোগীর সাথে সংবেদনশীল আচরণ করা হয়।

৮. শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পাঠক্রমে সম্মতি সম্পর্কিত বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা:
জেন্ডার এবং নারীর প্রতি সহিংসতা সম্পর্কে ধারণা (বিশেষত: ধর্ষণ ও যৌন সহিংসতার বিভিন্ন ধরণ) এবং প্রচলিত নেতিবাচক সামাজিক রীতি-নীতি পরিবর্তন করার জন্য সম্মতি ও পছন্দের ধারণা সম্পর্কিত তথ্য প্রাথমিক শিক্ষাস্তর থেকেই পাঠক্রমে অন্তর্ভুক্ত করা।

দীর্ঘ মেয়াদি দাবি

আইনগত সংস্কার

৯. অপরাধের মাত্রার সাথে সামঞ্জস্যতা রেখে আনুপাতিক হারে শাস্তির বিধান নিশ্চিত করা এবং সাজা প্রদানের নির্দেশিকা প্রণয়ন করা:
সাজা প্রদানের ক্ষেত্রে বিচারকদের সুবিবেচনা (discretion) প্রয়োগের বিধান রাখে আইন সংশোধন এবং প্রয়োজনীয় সাজা প্রদান নির্দেশিকা (sentencing guideline) প্রণয়ন করা। এ নির্দেশিকা অপরাধের মাত্রার সাথে সামঞ্জস্যতা রেখে আনুপাতিক হারে শাস্তির বিধান নিশ্চিত করবে এবং শাস্তি নির্ধারণের সময় অন্যান্য যৌক্তিক বিষয়সমূহ (যথা, অভিযুক্ত ব্যক্তির বয়স বা অপরাধ সংগঠনের সময় অভিযুক্ত ব্যক্তির মানসিক স্বাস্থ্য) এবং উদ্বেগজনক পরিস্থিতি (যথা- অস্ত্রের ব্যবহার, বলপ্রয়োগ বা সহিংসতা এবং ধর্ষণ অপরাধে ভুক্তভোগী ব্যক্তির স্থায়ী শারীরিক বা মানসিক ক্ষতি) বিবেচনা করবে।

১০. ধর্ষণের ভুক্তভোগীর জন্য রাষ্ট্র পরিচালিত একটি ক্ষতিপূরণ তহবিল গঠন করা: রাষ্ট্র পরিচালিত একটি 'ক্ষতিপূরণ তহবিল' গঠন করা, যেন ধর্ষণ অপরাধ প্রমাণ হওয়া সাপেক্ষে ধর্ষণের ভুক্তভোগী ক্ষতিপূরণ পেতে পারেন। এক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণ দেয়ার ক্ষেত্রে অপরাধী চিহ্নিত হয়েছে কিনা বা তার বিচার হয়েছে কিনা তা বিবেচ্য বিষয় হিসেবে গণ্য হবে না।

Webpage

Facebook Page

বিস্তারিত জানতে স্ক্যান করুন

ধর্ষণের ভুক্তভোগীর ন্যায়বিচার নিশ্চিত হোক

Acid Survivors Foundation · actionaid · blast ব্লাস্ট · Bangladesh Mahila Parishad · BNWLA · Bandhu · brac · care · icddr,b · Justice for All Now · Manusher Jonno Foundation · নারীপক্ষ NARIPOKKHO · WE CAN Bangladesh · WOMEN FOR WOMEN INTERNATIONAL · YWCA